আজ ভোরে পূর্ব্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্য্যের জন্ম হয়েচে, হে প্রবীন, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এস সেই আনন্দ লোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেল বাধা বিপত্তিকে, নিত্য নূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এস। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই—সত্যকে দেখি। সত্যকে নির্ম্মুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করচে, সেই সত্য যা সূর্য্যের উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত সাক্ষীর মত সমস্ত দেখ্‌চে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য। যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙে চুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বস্ত্র পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয় বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বল্‌বার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেচে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেচে—আমরা যত ছোট হই, সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি—না, এ নয়—তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।

যে ধনমান পায়নি সেই জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারে, আমি সত্যকে পেয়েছি; আমার ঐশ্বর্য্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের আর কিছু নেই বলেই একথা আমাদের মুখে যেমন শোনাবে, এমন আর কারো মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বল্‌ব আমরা অমৃতের পুত্র—এবং আমরাই বল্‌ব যে তোমরাও অমৃতের পুত্র। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ—সেই জন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্ম্য গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না, আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড় মধুর সুরে বাজ্‌বে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্গীত।*

(১)

আলো যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে
সোনার রেখা।
এবারে ঘুচল কি ভয়?
এবারে হবে কি জয়?
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালীর লেখা?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?
ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে,—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা॥

(২)

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে,

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনার সময়ে এই সঙ্গীতগুলি গীত হয়।